তারিখ : 11 AUG 2016
পৃষ্ঠা

কালের কণ্ঠ

হবিগঞ্জে সংবাদ সম্মেলন

আত্মহত্যার হুমকি ১৩ শিক্ষকের

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

চাকরি স্থায়ী করা না হলে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন হবিগঞ্জের মাধবপুরের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ১৩ জন শিক্ষক। গতকাল বুধবার দুপুরে হবিগঞ্জ প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে তাঁরা এ হুমকি দেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলা বিভাগের প্রভাষক মমতাজ বেগম, সৈয়দ শাহ নেওয়াজ, মুবিন উদ্দিন, মিজানুর রহমান, সেলিম মিয়া, সাহাব উদ্দিন, খলিলুর রহমান, দুলাল মিয়া, আজিজা খানম, মুর্শেদা বেগম, শামীমা আক্তার, সাইফুল ইসলাম ও মশিউর রহমান।

সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মমতাজ বেগম। এ সময় জানানো হয়, কলেজ জাতীয়করণের কথা বলে অধ্যক্ষ তাঁদের ১৩ জনের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে তিন লাখ টাকা নিয়েছেন। তাঁরা সবাই ২০০৯ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ পান। এরপরও কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিয়োগ বৈধ করার কথা বলে আরো কয়েকবার সার্কুলার দিয়ে তাঁদের নিয়োগ পরীক্ষা নেয়। সর্বশেষ ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর আবারও তাঁদের নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেখানে শতাধিক প্রার্থী অংশ নিলেও তাঁরা ১৩ জন নিয়োগের জন্য মনোনীত হন। পরে কমিটির মিটিংয়ে তাঁদের নিয়োগপত্র দেওয়ার সিদ্ধান্তে কমিটির অনেক সদস্য স্বাক্ষর করেননি। টাকা না দিলে তাঁরা (সদস্যরা) স্বাক্ষর করবেন না বলে জানান। এ নিয়ে তাঁরা (শিক্ষকরা) বারবার অধ্যক্ষকে তাড়াও দেন। পরে আরো ১০-১২ বার মিটিং ডাকা হলেও কমিটির সভাপতি না আসায় কোনো মিটিং-ই হয়নি। তাঁরা অভিযোগ করেন, কলেজ কমিটির একটি অংশের ঘুষ-দুর্নীতির কারণে তাঁদের চাকরি স্থায়ী করা হচ্ছে না। চাকরি স্থায়ী করার জন্য তাঁদের কাছ থেকে দুই লাখ টাকা করে ঘুষ চাওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কলেজের গভর্নিং কমিটির সভাপতি ও নিয়োগ কমিটির প্রধান স্থানীয় সংসদ সদস্য মাহবুব আলীর কাছে গেলেও তিনি কোনো সমাধান দেননি।

শিক্ষকরা বলেন, চাকরি স্থায়ী হওয়ার আশায় স্বল্প বেতনে এত দিন ধরে তাঁরা কাজ করে আসছেন। এখন চাকরির বয়সও তাঁদের নেই। এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ না নিলে তাঁরা পরিবার-পরিজন নিয়ে বেকায়দায় পড়বেন। অধ্যক্ষ ও কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই তাঁদের সোনালি ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন শিক্ষকরা। এ অবস্থায় চাকরি স্থায়ী করা না হলে আত্মহত্যা ছাড়া তাঁদের আর কোনো পথ থাকবে না বলে জানান।

এ ব্যাপারে বক্তব্য নিতে কমিটির সভাপতি মাহবুব আলীর মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হককে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারে কথা বলতে হলে সরাসরি কথা বলতে হবে।'